সম্প্রসারণ বার্তা

মাসিক সম্প্রসারণ বার্তা রেজি: নং ডিএ-৪৬২ ❑ ৪৪তম বর্ষ ❑ ৬ষ্ঠ সংখ্যা ❑ আশ্বিন-১৪২৭, সেপ্টেম্বর-অক্টোবর, ২০২০ ❑ পৃষ্ঠা ৮

উপকারী নভেল বেসিলাস ব্যাক্টেরিয়া ২ | প্রতিটি ইউনিয়নে মাউস হান্টার গড়ে ৩ | পার্বত্য এলাকায় কৃষি উন্নয়নে ৪ | নিরাপদ খাদ্য উৎপাদনে উত্তম ৫ | মৌলভীবাজার কাওয়াদিঘি হাওড়ে ৭

দেশে আর কেউ না খেয়ে থাকবে না : মাননীয় প্রধানমন্ত্রী

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা গণভবন থেকে ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে 'বিশ্ব খাদ্য দিবস-২০২০' উপলক্ষ্যে আয়োজিত আন্তর্জাতিক সেমিনার শুভ উদ্বোধন করেন

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বলেছেন, তাঁর সরকার খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে খাদ্য উৎপাদনের ওপর সর্বাধিক গুরুত্ব প্রদান করেছে, কাজেই এ দেশে আর কোনদিন কেউ না খেয়ে থাকবে না।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী বলেন, 'খাদ্য নিরাপত্তাটা যেন নিশ্চিত থাকে এবং প্রতিটি মানুষের ঘরে যেন খাবার পৌঁছায় সেজন্য হতদরিদ্রের মাঝে আমরা বিনা পয়সায় খাবার দিয়ে যাচ্ছি এবং এটা আমরা সব সময় অব্যাহত রাখবো। একটি মানুষও যেন না খেয়ে কষ্ট না পায়। একটি মানুষও আর গৃহহীন থাকবে না।' প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ১৬ অক্টোবর ২০২০ শুক্রবার বেলা ১১টায় বিশ্ব খাদ্য দিবস-২০২০ উপলক্ষ্যে কৃষি মন্ত্রণালয় আয়োজিত আন্তর্জাতিক সেমিনারের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির ভাষণে এ কথা বলেন।

মানুষের খাদ্যের পাশাপাশি পুষ্টি নিশ্চয়তা ও সুস্বাস্থ্যের অধিকারী উল্লেখ করে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী বলেন, প্রত্যেকটি মানুষের দোরগোড়ায় আমরা চিকিৎসাসেবা পৌঁছে দিচ্ছি, মাতৃত্বকালীন আর্থিক সাহায্য দিচ্ছি। সেইসাথে বিশাল সামাজিক নিরাপত্তাবলয়ের যে কর্মসূচি রয়েছে তার মাধ্যমেও আমরা আর্থিক সহায়তা দিয়ে যাচ্ছি। তিনি বলেন, জাতির পিতা চেয়েছিলেন-ক্ষুধা ও দারিদ্র্যমুক্ত উন্নত-সমৃদ্ধ বাংলাদেশ গড়ে তুলবেন, সেই লক্ষ্য বাস্তবায়নেই আমরা কাজ করে যাচ্ছি। ইনশাআল্লাহ আমরা তা অর্জন করতে পারব। বাংলাদেশের মানুষের সাহসিকতা ও দুর্যোগ পরিস্থিতি মোকাবেলায় সক্ষমতার প্রশংসা করে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী বলেন, এই করোনার সাথে সাথে ঝড়, বন্যা সবই আমরা মোকাবিলা করে যাচ্ছি। এভাবে প্রকৃতির সঙ্গে লড়াই করেই আমাদের বাঁচতে হবে। তিনি বলেন, বিশ্বে করোনাভাইরাসের প্রাদুর্ভাব শুরু হয়েছে এরপর পৃষ্ঠা ৭ কলাম ১

কৃষি গবেষণা ও উন্নয়ন সংশ্লিষ্ট বিশ্বব্যাপী জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা বিনিময়ের উপর জোর দিতে হবে-মাননীয় কৃষিমন্ত্রী

বিশ্ব খাদ্য দিবস ২০২০ উপলক্ষ্যে কারিগরী সেশনে বক্তব্যরত মাননীয় কৃষিমন্ত্রী ড. মোঃ আব্দুর রাজ্জাক এমপি

মাননীয় কৃষিমন্ত্রী ড. মোঃ আব্দুর রাজ্জাক এমপি বলেছেন, স্থানীয় ও বৈশ্বিক পর্যায়ে খাদ্য সুরক্ষা নিশ্চিত করার জন্য আমাদের অবশ্যই কৃষিগবেষণা ও উন্নয়ন সংশ্লিষ্ট বিশ্বব্যাপী জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা বিনিময়ের উপর জোর দিতে হবে। একই সাথে টেকসই কৃষি উন্নয়নের জন্য পরিবর্তীত জলবায়ুতে স্মার্ট কৃষি প্রযুক্তির বিকাশে এবং জীববৈচিত্র্য রক্ষায় আমাদের অত্যন্ত গুরুত্ব দিতে হবে। এরপর পৃষ্ঠা ৬ কলাম ৩

খাদ্য ও পুষ্টিনিরাপত্তা নিশ্চিতকরণে কার্যকর সমন্বিত প্রকল্প গ্রহণের নির্দেশ

সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মাননীয় কৃষিমন্ত্রী ড. মোঃ আব্দুর রাজ্জাক এমপি

মাননীয় কৃষিমন্ত্রী ড. মোঃ আব্দুর রাজ্জাক, এমপি বলেন, কোভিড-১৯ বিশ্বব্যাপী মানুষের জীবনকে বিপর্যস্ত করে ফেলেছে, মহাসংকটে ফেলেছে। ইতোমধ্যে পৃথিবীর অনেক দেশেই করোনার কারণে খাদ্যাভাব দেখা দিয়েছে। কিন্তু মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার দূরদর্শী নেতৃত্ব ও বাস্তবমুখী পদক্ষেপের ফলে করোনা, আম্ফান ও দীর্ঘমেয়াদি বন্যা মোকাবিলা করে বাংলাদেশ খাদ্য উৎপাদনের ধারা এরপর পৃষ্ঠা ৫ কলাম ৩

উপকারী নভেল বেসিলাস ব্যাক্টেরিয়া বেগুনের ঢলে পড়া রোগ প্রতিরোধে সক্ষম

কৃষিবিদ আবু কাউসার মোঃ সারোয়ার, কৃতসা, চট্টগ্রাম

সেমিনারে বক্তব্যরত প্রধান অতিথি কৃষিবিদ মোঃ মঞ্জুরুল হুদা, অতিরিক্ত পরিচালক, ডিএই, চট্টগ্রাম অঞ্চল

উপকারী নভেল বেসিলাস ব্যাক্টেরিয়া দ্বারা উৎপাদিত জৈব পণ্য ব্যবহার করে বেগুনের ঢলেপড়া রোগ নিয়ন্ত্রণের প্রযুক্তি উদ্ভাবন ও বিস্তার শীর্ষক এক সেমিনার ১৩ সেপ্টেম্বর ২০২০ চট্টগ্রামের পাহাড়তলীস্থ কৃষি গবেষণা কেন্দ্রে অনুষ্ঠিত হয়েছে। উক্ত অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর চট্টগ্রাম অঞ্চলের অতিরিক্ত পরিচালক কৃষিবিদ মোঃ মঞ্জুরুল হুদা।

বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট এর পাহাড়তলী কৃষি গবেষণা কেন্দ্রের প্রধান বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা ড. এ এস এম হারুনুর রশীদের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সেমিনারে মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন আঞ্চলিক কৃষি গবেষণা কেন্দ্র হাটহাজারির এসএসও এবং কমর্সূচি পরিচালক ড. মোহাম্মদ তোফাজ্জল হোসেন। সেমিনারে কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের জেলা-উপজেলা পর্যায়ের কমকর্তা, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউটের বিভিন্ন পর্যায়ের কর্মচারীবৃন্দ, এনজিও প্রতিনিধিরা অংশগ্রহণ করেন।

উল্লেখ্য, কমর্সূচির অন্যতম প্রধান উদ্দেশ্য হচ্ছে উপকারী বেসিলাস ব্যাক্টেরিয়া থেকে বাংলাদেশের কৃষক পর্যায়ে ব্যবহার উপযোগী প্রযুক্তি উদ্ভাবন করা যা ব্যবহার করে মাঠ পর্যায়ে বেগুনের ঢলে পড়া রোগ নিয়ন্ত্রণ হবে।

শোকবার্তা

দেশের বিশিষ্ট কৃষি বিজ্ঞানী বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট (ব্রি) এর প্রাক্তন পরিচালক (গবেষণা) ড. তমাল লতা আদিত্য বুধবার ৩০ সেপ্টেম্বর ২০২০ দিবাগত রাতে আকস্মিকভাবে হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে মৃত্যুবরণ করেন। তাঁর প্রয়াত আত্মার চিরশান্তি কামনা করে শোক সন্তপ্ত পরিবারের প্রতি জ্ঞাপন করা যাচ্ছে গভীর সমবেদনা।

তাঁর অকাল মৃত্যুতে মাননীয় কৃষিমন্ত্রী ড. মোঃ আব্দুর রাজ্জাক, কৃষি সচিব জনাব মোঃ নাসিরুজ্জামান এবং ব্রি পরিবারের পক্ষ থেকে প্রতিষ্ঠানটির মহাপরিচালক ড. মো. শাহজাহান কবীর শোক প্রকাশ করেছেন। তিনি ১৯৯৪ সালে ব্রিতে বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা হিসেবে যোগদান করে গত ২৬ বছর ধরে বিভিন্ন পদে নিষ্ঠার সঙ্গে দায়িত্ব পালন করে আসছিলেন। কৃষিক্ষেত্রে তার ভূমিকা এদেশের কৃষিবিদসহ সকলের কাছে স্মরণীয় হয়ে থাকবে।

অনলাইনে নিরাপদ কৃষিপণ্য ক্রয়/বিক্রয়ে ভিজিট করুন ফুড ফর ন্যাশন
www. foodfornation. gov.bd

যার নিকট যত বেশি তথ্য রয়েছে কাজ করার ক্ষমতা তার তত বেশি

কৃষিবিদ শেখ ফজলুল হক মনি, কৃতসা, খুলনা

অনুষ্ঠানে বক্তব্যরত প্রধান অতিথি কৃষিবিদ কার্তিক চন্দ্র চক্রবর্তী, পরিচালক, কৃষি তথ্য সার্ভিস

কৃষি তথ্য সার্ভিস আধুনিকায়ন ও ডিজিটাল কৃষি তথ্য ও যোগাযোগ শক্তিশালীকরণ প্রকল্পের আওতায় ১২ সেপ্টেম্বর ২০২০ ডিএই ফরিদপুরের প্রশিক্ষণ হলে 'আধুনিক কৃষি প্রযুক্তি' বিষয়ক দুই দিনব্যাপী কৃষি তথ্য ও যোগাযোগ কেন্দ্রের সদস্যদের প্রশিক্ষণের উদ্বোধনকালে প্রধান অতিথির বক্তব্যে কৃষি তথ্য সার্ভিসের পরিচালক কৃষিবিদ কার্তিক চন্দ্র চক্রবর্তী বলেন, মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ও কৃষিমন্ত্রী ড. মোঃ আব্দুর রাজ্জাক এমপি এ করোনাকালীন সময়ে কৃষি উৎপাদনের ধারাকে অব্যাহত রাখার জন্য যা যা করা দরকার সে সব পদক্ষেপ গ্রহণ করছেন। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর কৃষকের প্রতি পূর্ণ আস্থা রয়েছে। তিনি যেখানে যে বক্তব্যেই দেন, সেখানে কৃষির কথা আছেই। পরিচালক বলেন, তথ্যই জ্ঞান। যার নিকট যত বেশি তথ্য রয়েছে কাজ করার ক্ষমতা তার তত বেশি। কৃষির যেসব প্রযুক্তি পরিবর্তন হচ্ছে সেগুলো তাৎক্ষণিকভাবে এআইএস টিউব, এআইএস ওয়বসাইট, কৃষি বাতায়ন বা অফিসিয়াল ফেসবুকের মাধ্যমে এআইসিসিগুলো গ্রহণ করে তা দ্রুত ছড়িয়ে দিতে পারলে কৃষকগণ উপকৃত হবেন। সেইসাথে পরিবর্তিতে পরিস্থিতিতে এআইসিসিগুলো যেন আরো ব্যাপক ভূমিকা পালন করতে পারে সে উদ্যোগ গ্রহণ করা হবে বলে তিনি আশাবাদ ব্যক্ত করেন।

অনুষ্ঠানে কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর ফরিদপুর উপপরিচালক কৃষিবিদ ড. মোঃ হযরত আলী সভাপতিত্বে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ডিএই ফরিদপুরের অতিরিক্ত উপপরিচালক (পিপি) কৃষিবিদ আশুতোষ কুমার বিশ্বাস এবং প্রকল্পের মনিটরিং ও ইভ্যালুয়েশন অফিসার কৃষিবিদ তাপস কুমার ঘোষ। অনুষ্ঠানটি সঞ্চালনা করেন কৃষি তথ্য সার্ভিস আঞ্চলিক কার্যালয় খুলনার আঞ্চলিক বেতার কৃষি অফিসার কৃষিবিদ শেখ ফজলুল হক মনি।

মৌলভীবাজার কাওয়াদিঘি হাওড়ে নতুন এলাকায়

সপ্তম পাতার পর

মৌলভীবাজার কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের উপপরিচালক কৃষিবিদ জনাব কাজী লুৎফুল বারী জানান, হাওড়ে গত বছর সঠিক পানি নিষ্কাশনের ফলে কৃষি বিভাগের নির্ধারিত লক্ষ্যমাত্রার চেয়ে সাত হাজার হেক্টর অতিরিক্ত আমন চাষাবাদ হয়েছে। কৃষি বিভাগ বলছে এবার মৌলভীবাজার সদর ও রাজনগর উপজেলায় আরো এক হাজার হেক্টর জমির পানি সরে গেছে। এতে নতুন করে দুটি উপজেলা পাঁচটি ইউনিয়নের কয়েক হাজার কৃষক আমন চাষাবাদ করতে পারছেন। জেলা কৃষি বিভাগের দাবি, এ বছর সিলেট বিভাগে সিলেটের পরই মৌলভীবাজার জেলার আমনের অধিক উৎপাদন লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ হয়েছে। পরিবেশ ভালো থাকায়, ফলনও ভালো হওয়ার আশাবাদী।

মুজিববর্ষে বঙ্গবন্ধুর সোনার বাংলা গড়তে কৃষিকে লাভজনক এবং বাণিজ্যিকীকরণ করতে হবে –মহাপরিচালক, ডিএই

অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন কৃষিবিদ ড. মোঃ আবদুল মুঈদ, মহাপরিচালক, ডিএই

মুজিববর্ষে বঙ্গবন্ধুর সোনার বাংলা গড়তে কৃষিকে লাভজনক এবং বাণিজ্যিকীকরণ করতে হবে। রাজশাহীর বিজিবি গেট সংলগ্ন পার্টি পয়েন্ট সম্মেলন কক্ষে ১২ সেপ্টেম্বর ২০২০ কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর রাজশাহী অঞ্চলের উদ্যোগে কন্দাল ফসল উন্নয়ন প্রকল্পের আঞ্চলিক কর্মশালায় কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের মহাপরিচালক কৃষিবিদ ড. মোঃ আবদুল মুঈদ এসব কথা বলেন।

প্রধান অতিথি তাঁর বক্তব্যে বলেন, মুজিববর্ষে বঙ্গবন্ধুর সোনার বাংলা গড়তে কৃষিবিভাগ নিরলস কাজ করে যাচ্ছে। তিনি মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর পুষ্টি নিরাপত্তা অর্জনের আহ্বান এবং এসডিজির লক্ষ্য পূরণে এ প্রকল্প সহায়ক হবে বলে তিনি আশা প্রকাশ করেন। তিনি ২০৩০ সালের মধ্যে খাদ্য উৎপাদন ২ গুণ করার যে লক্ষ্য নিয়ে বর্তমান কৃষিবান্ধব সরকার কাজ করছে তা পূরণেও এ প্রকল্পের কার্যক্রম ভূমিকা রাখবে বলে তিনি মত প্রকাশ করেন। তিনি ভুট্টা উৎপাদন ৫০ লক্ষ মে.টন হতে আগামীতে ১ কোটি মে.টনে নেয়ার জন্য উপস্থিত সকলকে আহ্বান জানান। এছাড়া তিনি কৃষকদের উপযুক্ত পরামর্শ এবং এর ফিডব্যাকের ওপর বিশেষ গুরুত্ব প্রদান করেন। তিনি পুষ্টিবাগান, কৃষি উদ্যোক্তাদের তালিকা প্রস্তুতকরণ, সরিষার নতুন জাত ব্যবহার, আমনের সম্পূরক সেচ, সারের নায্যমূল্য নিশ্চিতকরণ এবং সরবরাহ, পার্চিং ও আলোকফাঁদসহ বর্তমান কৃষিবান্ধব সরকারের বিভিন্ন প্রণোদনা এবং আগামীর কৃষি নিয়ে বিশদ আলোচনা করেন।

রাজশাহী অঞ্চলের অতিরিক্ত পরিচালক কৃষিবিদ সুধেন্দ্র নাথ রায়ের সভাপতিত্বে উক্ত অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে মঞ্চ অলংকৃত করেন উন্নতমানের বীজ উন্নয়ন প্রকল্পের প্রকল্প পরিচালক এবং বিসিএস কৃষি ক্যাডারের সভাপতি কৃষিবিদ মোঃ মোয়াজ্জেম হোসেন, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর রাজশাহী জেলার উপপরিচালক কৃষিবিদ মোঃ শামছুল হক, আঞ্চলিক বীজ প্রত্যয়ন অফিসার কৃষিবিদ মোঃ হাবিবুল হক এবং কন্দাল ফসল উন্নয়ন প্রকল্পের প্রকল্প পরিচালক কৃষিবিদ মোঃ মোখলেছুর রহমান। অনুষ্ঠানে কৃষি সম্প্রসারণ, কৃষি গবেষণা, বিএডিসি, এআইএস, এসসিএসহ বিভিন্ন কৃষি দপ্তরের প্রায় ১০০ জন কর্মকর্তা-কর্মচারী উপস্থিত ছিলেন।

মোঃ আব্দুল্লাহ-হিল-কাফি, কৃতসা, রাজশাহী

প্রতিটি ইউনিয়নে মাউস হান্টার গড়ে তোলার আহবান জানান কৃষি সচিব

ইঁদুর নিধন অভিযান ২০২০ উপলক্ষ্যে ভার্চুয়াল উদ্বোধন অনুষ্ঠানে বক্তব্যরত প্রধান অতিথি জনাব মোঃ নাসিরুজ্জামান, সচিব, কৃষি মন্ত্রণালয়

বায়োডাইভার্সিটি রক্ষা করে বন্যপ্রাণীর আশ্রয়স্থল গড়ে তোলার পাশাপাশি প্রতিটি ইউনিয়নে ৯ জন করে মাউস হান্টার গড়ে তোলার আহবান জানান কৃষি সচিব জনাব মোঃ নাসিরুজ্জামান। ৭ অক্টোবর ২০২০, বুধবার জাতীয় ইঁদুর নিধন অভিযান ২০২০ এর ভার্চুয়াল উদ্বোধন অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথির বক্তৃতায় কৃষি সচিব একথা বলেন।

কৃষি সচিব বলেন, গ্রামে, শহরে, জমিতে সর্বত্রই একযোগে ইঁদুর নিধন করতে হবে। এ ক্ষেত্রে গ্রামগঞ্জে যে সমস্ত মাউস হান্টারগণ মৌসুমব্যপী মাঠে ঘাটে ইঁদুর নিধন করেন তাদেরকে পৃষ্ঠপোষকতা দিয়ে এই অভিযানে সম্পৃক্ত করতে হবে। কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর দেশব্যাপী মাউস হান্টারগণের তালিকা প্রস্তত করেছে। সারা দেশে এ ধরনের মোট ৬১৩ জন মাউস হান্টার রয়েছে। মাউস হান্টারগণকে প্রণোদনা হিসেবে ন্যূনতম হারে হলেও মাসিক সম্মানী প্রদান, প্রত্যেকের জন্য সরকারি লোগো সম্বলিত ইউনিফরম ও পরিচিতি মূলক কার্ডের ব্যবস্থা করার পরামর্শ দেন কৃষি সচিব।

ভার্চুয়াল এ অনুষ্ঠানে কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের মহাপরিচালক কৃষিবিদ ড. মো. আবদুল মুঈদের সভাপতিত্বে বিশেষ অতিথি ছিলেন কৃষি মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব (সম্প্রসারণ) জনাব মোঃ হাসানুজ্জামান কল্লোল। স্বাগত বক্তব্য দেন কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের উদ্ভিদ সংরক্ষণ উইংয়ের পরিচালক কৃষিবিদ এ জেড এম ছাব্বির ইবনে জাহান। ভার্চুয়াল অনুষ্ঠানে সংযুক্ত ছিলেন জাতীয় ইঁদুর নিধন অভিযান ২০২০ এর জাতীয় কমিটির সদস্যবৃন্দ, কৃষি সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের সংস্থা প্রধানগণ, কৃষিসম্প্রসারণ অধিদপ্তরের পরিচালকবৃন্দ, অঞ্চল, জেলা এবং উপজেলা পর্যায়ের দপ্তর প্রধানগণ।

উল্লেখ্য, মাসব্যাপী এ অভিযান ৭ অক্টোবর ২০২০ থেকে শুরু হয়ে চলবে ০৬ নভেম্বর ২০২০ পর্যন্ত। জাতীয় ইঁদুর নিধন অভিযান ২০২০ এর প্রতিপাদ্য "সমন্বিত ইঁদুর নিধন সুফল পাবে জনগণ"। ২০১৯ সালের কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের পরিসংখ্যান অনুযায়ী অভিযান চলাকালীন ইঁদুরের আক্রমণ থেকে প্রায় ১ লাখ ১০ হাজার ৯২৩ মেট্রিক টন আমন ফসল রক্ষা পেয়েছে। যার বাজার মূল্য প্রায় ২৮৮ কোটি ৩৯ লাখ ৯৮ হাজার টাকা। এ বছর নিধন করা হয়েছে প্রায় এক কোটি ৪৭ লাখ ৮৯ হাজার ৭৮৫ টি ইঁদুর।

তথ্য সূত্র : উদ্ভিদ সংরক্ষণ উইং, ডিএই

কুষ্টিয়া অঞ্চলের কৃষকদের মাঝে ব্যাপক জনপ্রিয় হয়ে উঠেছে রাইস ট্রান্সপ্লান্টার

তিনটি নতুন ধানের জাত উদ্ভাবন

বোরো মওসুমের লবণাক্ততা সহনশীল দুটি ও আউশ মওসুমে চাষাবাদের উপযোগী একটিসহ মোট তিনটি নতুন উচ্চফলনশীল ধানের জাত উদ্ভাবন করেছে বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট (ব্রি)। ৮ সেপ্টেম্বর ২০২০ জাতীয় বীজ বোর্ডের ১০৩তম সভায় ব্রি ধান৯৭ ও ব্রি ধান৯৯ দেশের উপকূলীয় লবণাক্ত অঞ্চল ও অনুকূল পরিবেশে এবং ব্রি ধান৯৮ সারা দেশে আউশ মওসুমে চাষাবাদের জন্য অবমুক্ত করা হয়। এর ফলে ব্রি উদ্ভাবিত সর্বমোট ধান জাতের সংখ্যা হলো ১০৫টি।

পার্বত্য এলাকায় কৃষি উন্নয়নে টেকসই ভূমি ব্যবস্থাপনা

কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, রাঙ্গামাটি অঞ্চলের সহযোগিতায় এবং Establishing National Land Use and Land Degradation Profile Towards Mainstreaming SLM practices in sectors Policies (ENALULDEP/SLM) Project এর আওতায় ২০ সেপ্টেম্বর ২০ দিনব্যাপী টেকসই ভূমি ব্যবস্থাপনা (SLM) ভ্যালিডিটি বিষয়ক প্রশিক্ষণ কর্মশালা কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, রাঙ্গামাটি অঞ্চল কার্যালয়ের সেমিনার কক্ষে অনুষ্ঠিত হয়। কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, রাঙ্গামাটি জেলার উপপরিচালক কৃষিবিদ পবন কুমার চাকমার সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, রাঙ্গামাটি অঞ্চলের অতিরিক্ত পরিচালক কৃষিবিদ মো: ফজলুর রহমান। কর্মশালায় বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন ENALULDEP/SLM প্রকল্পের প্রজেক্ট কোঅর্ডিনেটর জালাল উদ্দীন মো: শোয়েব এবং প্রকল্পের ফোকাল পার্সন ড. রাধেশ্যাম সরকার।

প্রধান অতিথির বক্তব্যে বলেন, সামগ্রিক বিবেচনায় দেশের সমতল এলাকার তুলনায় পার্বত্য এলাকার কৃষিতে রয়েছে অনেক চ্যালেঞ্জ। পার্বত্য চট্টগ্রাম এলাকার আয়তন সমগ্র দেশের প্রায় ১০ ভাগের ১ ভাগ। ভূমি ক্ষয়, ভূমি ধস, খরা এ এলাকার জীবনযাত্রাকে বাধাগ্রস্ত করছে। অপরিকল্পিত চাষাবাদ বিশেষ করে জুমচাষ এবং নির্বিচারে প্রাকৃতিক বন ধ্বংসের কারণে ২০১৭ সালের পর থেকে ভূমি ধস নিয়মিত আকার ধারণ করেছে। এ সমস্যা উত্তরণে প্রশিক্ষণে আলোচিত টেকসই প্রযুক্তিগুলো সফলভাবে তৃণমূল কৃষক পর্যায়ে পৌঁছে দেওয়া ও বাস্তবায়নের কোন বিকল্প নেই। তিনি এ লক্ষ্য পূরণে সংশ্লিষ্ট সকলকে সমন্বয় ও সহযোগিতার ভিত্তিতে কাজ করার আহ্বান জানান।

প্রশিক্ষণ কর্মশালায় রাঙ্গামাটি অঞ্চলের কৃষি মন্ত্রণালয়াধীন বিভিন্ন দপ্তর ও সংস্থার উপজেলা, জেলা ও অঞ্চলের বিভিন্ন পর্যায়ের কর্মচারীগণ, গবেষক, এনজিও প্রতিনিধি অন্যরা অংশগ্রহণ করেন এবং বিভিন্ন বিষয়ে সুচিন্তিত মতামত ব্যক্ত করেন।

কৃষিবিদ প্রসেনজিৎ মিস্ত্রী, রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলা

কুমিল্লা অঞ্চল উপযোগী বারি উদ্ভাবিত বিভিন্ন ফসলের জাত ও প্রযুক্তি হস্তান্তর কর্মশালা অনুষ্ঠিত

আঞ্চলিক উদ্যানতত্ত্ব গবেষণা কেন্দ্র কুমিল্লাকে, আঞ্চলিক কৃষি গবেষণা কেন্দ্রে উন্নীতকরণ প্রকল্প এর আর্থিক সহযোগিতায়, আঞ্চলিক কৃষি গবেষণা কেন্দ্র, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট (বিএআরআই), কুমিল্লা এর আয়োজনে, বিএআরআই এর সেমিনার কক্ষে ২৪ সেপ্টেম্বর ২০২০ কুমিল্লা অঞ্চলের উপযোগী বারি উদ্ভাবিত বিভিন্ন ফসলের জাত ও প্রযুক্তি হস্তান্তর বিষয়ক শীর্ষক জুম ফ্লাটফর্মে কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়। জুম ফ্লাটফর্মে প্রধান অতিথি হিসেবে ছিলেন ড. মোঃ নাজিরুল ইসলাম, মহাপরিচালক, বিএআরআই, গাজীপুর। বিশেষ অতিথি হিসেবে ছিলেন ড. মুহাম্মদ সামসুল আলম, পরিচালক (প্রশিক্ষণ ও যোগাযোগ); কৃষিবিদ মো. আবুল কালাম আজাদ ভূঁইয়া, উপপরিচালক, অতিরিক্ত পরিচালকের কার্যালয়, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর (ডিএই), কুমিল্লা অঞ্চল, কুমিল্লা। উক্ত কর্মশালায় সেশন চেয়ারম্যান হিসেবে অনুষ্ঠানটি সঞ্চালনা করেন ড. কামরুল হাসান, পরিচালক (পরিকল্পনা ও মূল্যায়ন)।

কর্মশালায় প্রকল্প এর পরিচিতি ও উদ্দেশ্য এবং লক্ষ্যমাত্রা সম্পর্কে প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন ড. মো: আলমগীর সিদ্দিকী, প্রকল্প পরিচালক, আঞ্চলিক উদ্যানতত্ত্ব গবেষণা কেন্দ্র কুমিল্লাকে, আঞ্চলিক কৃষি গবেষণা কেন্দ্রে উন্নীতকরণ প্রকল্প। প্রকল্পের আওতায় বিভিন্ন ফসলের উপযোগিতা যাচাই, পরীক্ষণের ফলাফল উপস্থাপন করেন ড. মো. উবায়দুল্লাহ কায়ছার, প্রধান বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা, বিএআরআই, কুমিল্লা; ড. মো. হায়দার হোসেন, প্রধান বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা, সরেজমিন গবেষণা বিভাগ, বিএআইআই, কুমিল্লা; ড. মো. ফয়সাল, সরেজমিন গবেষণা বিভাগ, নোয়াখালী। জুম প্লাটফর্মে আরো উপস্থিত ছিলেন বিএআরআই, কুমিল্লা এর বিজ্ঞানীগণ।

মো. মহসিন মিজি, কৃতসা, কুমিল্লা

মাসিক ম্যাগাজিন কৃষিকথার লেখকগণের সম্মানী "নগদ" এর মাধ্যমে প্রদান

কৃষিবিদ ফেরদৌসী বেগম, কৃতসা, ঢাকা

খামারবাড়িতে ২১ সেপ্টেম্বর ২০২০ কৃষি তথ্য সার্ভিসের সাথে বাংলাদেশ ডাক বিভাগের ডিজিটাল ফাইন্যান্সিয়াল সার্ভিস 'নগদ' এবং থার্ড ওয়েভ টেকনোলজিস লিমিটেডের মধ্যে একটি ত্রিপক্ষীয় চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে। কৃষি তথ্য সার্ভিস হতে প্রকাশিত মাসিক ম্যাগাজিন কৃষিকথার লেখকগণের সম্মানী "নগদের" এর মাধ্যমে প্রদান করার লক্ষ্যে এ চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। কৃষি তথ্য সার্ভিসের পরিচালক কার্তিক চন্দ্র চক্রবর্তী, বাংলাদেশ বিভাগ ও ডাক বিভাগের ডিজিটাল লেনদেন সার্ভিস 'নগদ' এর সহকারী জেনারেল ম্যানেজার মোহাম্মদ বায়েজীদ নিজ নিজ প্রতিষ্ঠানের পক্ষে চুক্তিতে স্বাক্ষর করেন। এসময় কৃষি তথ্য সার্ভিসের সকল পর্যায়ের কর্মকর্তা ও কর্মচারীগণ উপস্থিত ছিলে।

পুষ্টি কর্ণার ঃ আমড়া

সংকলন- কৃষিবিদ মোহাম্মদ মারুফ, কৃতসা, ঢাকা

আমড়া একটি পুষ্টি সমৃদ্ধ ফল। এতে ভিটামিন 'সি' ছাড়া ক্যারোটিন, শর্করা ও বিভিন্ন খনিজ পদার্থ রয়েছে। খাদ্যোপযোগি প্রতি ১০০ গ্রাম আমড়ায় জলীয় অংশ ৮৩.২ গ্রাম, খনিজ পদার্থ ০.৬ গ্রাম, আঁশ ১.০ গ্রাম, খাদ্যশক্তি ৬৬ কিলোক্যালরি, আমিষ ১.১ গ্রাম, চর্বি ০.১ গ্রাম, শর্করা ১৫ গ্রাম, ক্যালসিয়াম ৫৫ মিলিগ্রাম, লৌহ ৩.৯ মিলিগ্রাম, ক্যারোটিন ৮০০ মিলিগ্রাম, ভিটামিন বি১ ০.২৮ মিলিগ্রাম, ভিটামিন বি২ ০.০৪ মিলিগ্রাম ও ভিটামিন সি ৯২ মিলিগ্রাম পুষ্টি উপাদান রয়েছে।

নিরাপদ খাদ্য উৎপাদনে উত্তম কৃষি ব্যবস্থাপনা

কৃষিবিদ মোঃ রাজু আহমেদ, কর্মসূচি পরিচালক, ডিএই

উত্তম কৃষি ব্যবস্থাপনা (GAP) এর মাধ্যমে নিরাপদ সবজি ও ফল উৎপাদন ও বাজারজাতকরণ এর উপর চাষিদের দক্ষতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে ১০ সেপ্টেম্বর ২০২০ খ্রিঃ নরসিংদী সদর উপজেলায় প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত প্রশিক্ষণে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন জনাব মোঃ মোয়াজ্জেম হোসেন, প্রকল্প পরিচালক, আধুনিক প্রযুক্তির মাধ্যমে কৃষক পর্যায়ে উন্নতমানের ধান, গম ও পাট বীজ উৎপাদন, সংরক্ষণ ও বিতরণ প্রকল্প, ডিএই খামারবাড়ি, ঢাকা।

প্রশিক্ষণে কৃষকদের উত্তম কৃষি ব্যবস্থাপনার গুরুত্ব সম্পর্কে আলোচনায় প্রধান অতিথি বলেন, এক সময় শুধু শাকসবজি ও ফলমূল উৎপাদন করাকেই গুরুত্ব দেওয়া হতো কিন্তু বর্তমানে নিরাপদ খাদ্য উৎপাদন করার জন্য Good Agricultural Practices (GAP) এর প্রয়োগ করা অত্যন্ত জরুরি। তাছাড়া যেহেতু কর্মসূচিতে ঢাকা ও এর পাশ্ববর্তী ৪টি জেলাসহ মোট ৫টি জেলায় কার্যক্রম চলছে তার মুখ্য কারণ হচ্ছে ঢাকা শহরে যেন সহজে নিরাপদ শাকসবজি, ফলমূল এর যোগান দেওয়া যায়। অধিকন্তু বাড়তি নিরাপদ সবজি ও ফলমূল বিদেশে রপ্তানি করে মুনাফা লাভসহ বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনে সহায়ক হবে।

উল্লেখ্য যে, বিশেষ অতিথি কর্মসূচি পরিচালক, জনাব মোঃ রাজু আহমেদ "ঢাকা, মানিকগঞ্জ, মুন্সীগঞ্জ, নরসিংদী ও নারায়ণগঞ্জ জেলায় উত্তম কৃষি ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে ফল এবং সবজি উৎপাদন, বাজারজাতকরণ কর্মসূচি" এর বিভিন্ন কারিগরি দিক বিশেষ করে জৈবসার, জৈব বালাইনাশক ফেরোমন ফাঁদ ব্যবহার করে নিরাপদ ফসল উৎপাদনের আধুনিক কলা কৌশল নিয়ে আলোচনা করেন।

দিনব্যাপী এই প্রশিক্ষণে সভাপতি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন জনাব শোভন কুমার ধর, উপপরিচালক, ডিএই, নরসিংদী। এ ছাড়াও উক্ত প্রশিক্ষণে, সঞ্চালক হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন জনাব মুহাম্মদ আবদুল হাই, (প্রাক্তন উপজেলা কৃষি অফিসার, নরসিংদী সদর) ও সার্বিক ব্যবস্থাপনায় ছিলেন জনাব মহুয়া শারমিন মুনমুন, উপজেলা কৃষি অফিসার, নরসিংদী সদর, নরসিংদী।

দিনাজপুরে গম উৎপাদনের বর্তমান অবস্থা ও চ্যালেঞ্জসমূহ উত্তরণ শীর্ষক কর্মশালা

কৃষিবিদ ড. মুহঃ রেজাউল ইসলাম, কৃতসা, রংপুর

অনুষ্ঠানে বক্তব্যরত প্রধান অতিথি কৃষিবিদ ড. এম এছরাইল হোসেন, মহাপরিচালক বাংলাদেশ গম ও ভুট্টা গবেষণা ইনস্টিটিউট

বাংলাদেশ গম ও ভুট্টা গবেষণা ইনস্টিটিউটের মিলনায়তনে ১ সেপ্টেম্বর ২০২০ গম উৎপাদনের বর্তমান অবস্থা এবং চ্যালেঞ্জসমূহ শীর্ষক এক কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত কর্মশালায় বাংলাদেশ গম ও ভুট্টা গবেষণা ইনস্টিটিউটের মুখ্য বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা বিশিষ্ট মৃত্তিকা বিজ্ঞানী কবি ড. মোঃ বদরুজামানের সভাপতিত্বে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন অত্র ইনস্টিটিউটের মহাপরিচালক আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন কৃষি প্রকৌশলী কৃষিবিদ ড. এম এছরাইল হোসেন। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের রংপুর অঞ্চলের অতিরিক্ত পরিচালক কৃষিবিদ মোহাম্মদ আলী, অত্র ইনস্টিটিউটের মুখ্য বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা ড. মোঃ আবু জামান সরকার, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর দিনাজপুর অঞ্চলের অতিরিক্ত পরিচালক ড. মোঃ মাহাবুর রহমান প্রমুখ।

ধানের উৎপাদন বাড়াতে দরকার জাতের পরিবর্তন

শেষের পাতার পর

বাড়িয়ে তা পুষিয়ে নেওয়া সম্ভব হবে। ৩ অক্টোবর ২০২০ বরিশাল নগরীর ব্রি সম্মেলনকক্ষে বরিশাল অঞ্চলে চলমান রোপা আমন আবাদ পরিস্থিতি এবং আগামী বোরো ও রবি মওসুমে করণীয় শীর্ষক দিনব্যাপী এক কর্মশালায় প্রধান অতিথি ও বক্তৃতায় কৃষি সচিব জনাব মোঃ নাসিরুজ্জামান এসব কথা বলেন।

আয়োজক প্রতিষ্ঠানের মহাপরিচালক ড. মো. শাহাজাহান কবিরের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি ছিলেন পটুয়াখালী বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের (পবিপ্রবি) ভাইস চ্যান্সেলর প্রফেসর ড. মো. হারুনর রশীদ। কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের অতিরিক্ত পরিচালক মো. আফতাব উদ্দিন। মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন ব্রি বরিশালের মুখ্য বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা ড. মো. আলমগীর হোসেন। ঊর্ধ্বতন বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা মীর মনিরুজ্জামান কবীরের সঞ্চালনায় অন্যদের মধ্যে বক্তব্য রাখেন কৃষি প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউটের অধ্যক্ষ গোলাম মো. ইদ্রিস, আঞ্চলিক কৃষি গবেষণা কেন্দ্রের মুখ্য বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা মো. রফি উদ্দিন, ডিএই বরিশালের উপপরিচালক তাওফিকুল আলম, ভোলার উপপরিচালক হরলাল মধু, বরগুনার উপপরিচালক মো. আব্দুল অদুদ খান, আঞ্চলিক কার্যালয়ের উপপরিচালক ড. মো. নজরুল ইসলাম শিকদার, বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশনের যুগ্ম পরিচালক ড. মো. মিজানুর রহমান, ভাসমান কৃষি প্রকল্পের প্রকল্প পরিচালক ড. মো. মোস্তাফিজুর রহমান তালুকদার, পবিপ্রবির প্রফেসর ড. মো. শামিম মিয়া, বাংলাদেশ পরমাণু কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউটের ঊর্ধ্বতন বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা ড. মো. বাবুল আক্তার, পটুয়াখালী সদরের উপজেলা কৃষি অফিসার মার্জিন আরা মুক্তা প্রমুখ।

অনুষ্ঠানে সরাসরি ও ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে কৃষি সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের বিভিন্ন পর্যায়ের কর্মচারীগণ অংশগ্রহণ করেন।

খাদ্য ও পুষ্টিনিরাপত্তা নিশ্চিতকরণে কার্যকর সমন্বিত

প্রথম পাতার পর

অব্যাহত রেখেছে। সামনের দিনগুলোতে খাদ্য উৎপাদনের এই ধারা অব্যাহত রাখা এবং তা আরও বেগবান করে খাদ্য ও পুষ্টিনিরাপত্তা নিশ্চিত করতে হলে কৃষিক্ষেত্রে সময়োপযোগী কার্যকর সমন্বিত প্রকল্প গ্রহণ করতে হবে।

মাননীয় কৃষিমন্ত্রী ২৭ সেপ্টেম্বর ২০২০ রোববার মন্ত্রণালয়ের সম্মেলন কক্ষ থেকে অনলাইনে বার্ষিক উন্নয়ন প্রকল্পের (এডিপি) বাস্তবায়ন অগ্রগতি পর্যালোচনা সভায় এ কথা বলেন। সভাটি সঞ্চালনা করেন কৃষি মন্ত্রণালয়ের সচিব জনাব মোঃ নাসিরুজ্জামান। এ সময় মন্ত্রণালয়ের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তা, সংস্থাপ্রধানসহ প্রকল্প পরিচালকবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন। প্রকল্প পরিচালকদের উদ্দেশে কৃষিমন্ত্রী বলেন, প্রকল্প বাস্তবায়নই শেষ কথা নয়, বরং যে লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছিল তার কতটুকু অর্জন হয়েছে তা মূল্যায়ন করে দেখতে হবে। মাঠ পর্যায়ে বাস্তবায়িত প্রকল্প কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধিতে কতটুকু প্রভাব ফেলেছে এবং এগুলোর অর্জন হয়েছে তা এখন থেকে তুলে ধরতে হবে। চাষিরা উদ্ভাবিত নতুন জাত ও প্রযুক্তি গ্রহণ করছে কি না এবং উৎপাদন বাড়ছে কি না তা জানাতে হবে।

সভায় জানানো হয়, চলমান ২০২০-২১ অর্থবছরের এডিপিতে কৃষি মন্ত্রণালয়ের আওতায় ৬৮টি প্রকল্পের অনুকূলে মোট ২ হাজার ৩৬১ কোটি টাকা বরাদ্দ আছে।

এডিপি সভা শুরুর আগে মাননীয় কৃষিমন্ত্রী অনলাইনে কৃষি তথ্য সার্ভিসের পাবনা আঞ্চলিক অফিসের উদ্বোধন করেন। এ সময় কৃষি মন্ত্রণালয়ের সচিব জনাব মোঃ নাসিরুজ্জামান, কৃষি মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব জনাব মোঃ হাসানুজ্জামান কল্লোল, কৃষি তথ্য সার্ভিসের পরিচালক জনাব কার্তিক চন্দ্র চক্রবর্তী প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।

প্রেস রিলিজ, কৃষি মন্ত্রণালয়

করোনা পরিস্থিতিতে স্বাস্থ্যবিধি মেনে কৃষকের পাশে থেকে

শেষের পাতার পর

এটা এখন সরব বিপ্লব। সরকারের নির্বাচনী অঙ্গীকার 'কৃষি আধুনিকায়ন, কৃষি যান্ত্রিকীকরণ, কৃষি বাণিজ্যিকীকরণ এবং নিরাপদ ও পুষ্টিকর খাদ্য উৎপাদন এর দায়িত্ব এখন কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের উপর।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর অঙ্গীকারের কথা উল্লেখ করে মহাপরিচালক বলেন, গ্রামীণ অর্থনীতি উন্নত করার মাধ্যমে গ্রামকে শহরে রূপান্তর করতে হবে। ডিএইকে একটি ঘুমন্ত বাঘ উল্লেখ করে তিনি বলেন, ফসল উৎপাদন বৃদ্ধি সফলভাবে সম্পন্ন করার সকল সক্ষমতা এ অধিদপ্তরের রয়েছে।

অনুষ্ঠানে ডিএই খুলনা অঞ্চলের অতিরিক্ত পরিচালক কৃষিবিদ কাজী আব্দুল মান্নান সভাপতিত্বে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন, ডিএই ফরিদপুর অঞ্চলের অতিরিক্ত পরিচালক কৃষিবিদ মোঃ রিফাতুল হোসাইন, ডিএই বরিশাল অঞ্চলের অতিরিক্ত পরিচালক মোঃ আফতাব উদ্দিন, কৃষি প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট দৌলতপুর এর অধ্যক্ষ কৃষিবিদ ড. এস এম ফেরদৌস ও আঞ্চলিক বীজ প্রত্যয়ন অফিসার কৃষিবিদ রমেশ চন্দ্র ব্রহ্ম। এর আগে মহাপরিচালক সাতক্ষীরায় গ্রীষ্মকালীন টমেটো, খুলনার ডুমুরিয়ায় অফসিজন তরমুজ, খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়ে কাজুবাদাম প্রদর্শনী ও গোপালগঞ্জ, খুলনা, বাগেরহাট, সাতক্ষীরা ও পিরোজপুর কৃষি উন্নয়ন প্রকল্পের আওতায় অতিরিক্ত পরিচালক খুলনা অঞ্চলের অফিস ভবন নির্মাণ কাজের উদ্বোধন করেন।

তুলা উৎপাদনে সরকার অত্যন্ত গুরুত্ব দিচ্ছে

শেষের পাতার পর

প্রস্তরের ফলক উন্মোচন অনুষ্ঠানে এসব কথা বলেন। এতে কৃষি সচিব জনাব মোঃ নাসিরুজ্জামান বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন। সভাপতিত্ব করেন তুলা উন্নয়ন বোর্ডের নির্বাহী পরিচালক জনাব মো: ফরিদ উদ্দিন।

মাননীয় কৃষিমন্ত্রী বলেন, এই বিপুল পরিমাণ তুলা আমদানিতে বছরে ২৪ থেকে ৩০ হাজার কোটি টাকা ব্যয় হয়। যদিও আমদানিকৃত তুলা ভ্যালু অ্যাডের মাধ্যমে সুতা ও কাপড়ের আকারে বিদেশে রপ্তানি হয়ে থাকে। এসব তুলা এদেশে উৎপাদন করতে পারলে বিপুল পরিমাণ বৈদেশিক মুদ্রা সাশ্রয় করা সম্ভব।

মাননীয় কৃষিমন্ত্রী বলেন, অন্যান্য ফসলের মতো তুলা উৎপাদনের উপর সরকার অত্যন্ত গুরুত্ব দিচ্ছে। তুলা উন্নয়ন বোর্ড হওয়া মানে তুলা উৎপাদন গুরুত্বারোপ করা। সরকার সবদিক দিয়ে তুলা উন্নয়ন বোর্ডকে শক্তিশালী করছে। ভৌত অবকাঠামো, যন্ত্রপাতি, ল্যাবরেটরি স্থাপন ও দক্ষ মেধাবী জনবল নিয়োগ করছে। যাতে করে বাংলাদেশের আবহাওয়া ও জলবায়ুর উপযোগী নতুন জাত উদ্ভাবন করে তুলা উৎপাদন ত্বরান্বিত ও লক্ষ্যমাত্রা অর্জন করা যায়।

কৃষিমন্ত্রী বলেন, দেশে প্রায় ৭৪ ভাগ জমিতে ধানের আবাদ হয়। এদেশের কৃষি উৎপাদন ও ফসল ব্যবস্থা মূলত ধানকেন্দ্রিক। ইদানীং চালের কনজাম্পশন কমে যাচ্ছে, এটি অব্যাহত থাকলে অনেক জমি খালি হবে। সেখানে শাকসবজি, ফলমূল ও তুলার মতো হাই ভ্যালু অর্থকরী ফসলের উৎপাদন করা যাবে। সে লক্ষ্যেই তুলা উন্নয়ন বোর্ডকে শক্তিশালী করা হচ্ছে।

কৃষিমন্ত্রী আরো বলেন, শুধু গার্মেন্টস নির্ভরতা নয়, বরং রপ্তানিকে বহুমুখীকরণ করতে হবে। কৃষি মানুষের আহার ও পুষ্টি জাতীয় খাবারের যোগানের পাশাপাশি শিল্পের কাঁচামালেরও যোগান দেয়। এই কাঁচামালেরও যোগানকে অত্যন্ত গুরুত্ব দিয়ে বর্তমান সরকার কাজ করছে। আশা করি, আগামী দিনে কৃষি বহুমুখীকরণ হবে, রপ্তানি বহুমুখীকরণ হবে এবং এর মাধ্যমে প্রচুর বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন করা সম্ভব হবে।

দেশে তুলাচাষ সম্প্রসারণ ও উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ঐকান্তিক ইচ্ছায় ১৯৭২ সালের ১৪ ডিসেম্বর তুলা উন্নয়ন বোর্ড গঠিত হয়। এটি দেশে তুলা গবেষণা, তুলা চাষ সম্প্রসারণ, বীজ উৎপাদন ও বিতরণ প্রভৃতি কার্যক্রম বাস্তবায়ন করে আসছে। চলতি ২০১৯-২০ মৌসুমে ৪৪ হাজার হেক্টর জমিতে তুলা চাষ হয়েছে। উৎপাদন হয়েছে ১ লাখ ৭৭ হাজার বেল আঁশতুলা। খাদ্য উৎপাদনে কোন বিঘ্ন না ঘটিয়ে তুলা চাষ সম্প্রসারণের জন্য তুলা উন্নয়ন বোর্ড অপ্রচলিত অঞ্চল যেমন: তামাক ও কৃষি বনায়ন জমিতে, লবণাক্ত, চর ও পাহাড়ি এলাকায় তুলা চাষ সম্প্রসারণ করছে।

প্রেস রিলিজ, কৃষি মন্ত্রণালয়

কৃষি গবেষণা ও উন্নয়ন সংশ্লিষ্ট বিশ্বব্যাপী জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা বিনিময়ের উপর জোর দিতে হবে

প্রথম পাতার পর

মাননীয় কৃষিমন্ত্রী ১৬ অক্টোবর ২০২০ শুক্রবার বিকালে রাজধানীর হোটেল সোনারগাঁওয়ে বিশ্ব খাদ্য দিবস ২০২০ উপলক্ষ্যে আয়োজিত টেকনিক্যাল সেশনে প্রধান অতিথির বক্তৃতায় এ কথা বলেন।

কৃষিমন্ত্রী আরও বলেন, মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে বর্তমান সরকারের যুগোপযোগী পদক্ষেপ গ্রহণের ফলে বিগত এক দশকে কৃষিক্ষেত্রে ও খাদ্য নিরাপত্তায় বাংলাদেশ অভাবনীয় সাফল্য অর্জন করেছে। নানামুখী চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা করে বাংলাদেশ দানাদার খাদ্যে আজ স্বয়ংসম্পূর্ণ। কৃষি উন্নয়নের এই সাফল্য সারা পৃথিবীতে বহুলভাবে প্রসংশিত ও নন্দিত হচ্ছে। শুধু তাই নয়, করোনা, আম্পান ও দীর্ঘমেয়াদি বন্যা মোকাবিলা করে বাংলাদেশ খাদ্য উৎপাদনের ধারা অব্যাহত রেখেছে। দুর্যোগের মাঝেও এ অর্থবছরে খাদ্যশস্যের (চাল, গম ও ভুট্টা) উৎপাদন বৃদ্ধি পেয়ে প্রায় ৪ কোটি ৫৩ লক্ষ মেট্রিক টনে উন্নীত হয়েছে। কৃষিসচিব জনাব মো: মেসবাহুল ইসলাম বলেন, কৃষিক্ষেত্রের যেসব চ্যালেঞ্জ রয়েছে তা মোকাবেলায় মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্বে কৃষি মন্ত্রণালয় নিরলসভাবে প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখবে।

সাবেক কৃষি সচিব জনাব মোঃ নাসিরুজ্জামান বলেন, খাদ্য উৎপাদনে আমরা সক্ষমতা দেখিয়েছি। করোনাকালেও দেশে খাদ্য উৎপাদনে কোন নেতিবাচক প্রভাব পড়েনি। কিন্তু কৃষিপণ্যের বাজার ব্যবস্থাকে ঢেলে সাজাতে হবে। কৃষক বা কৃষিপণ্য উৎপাদনকারীদের হাতে বাজারের নিয়ন্ত্রণ থাকতে হবে তাহলে কৃষক যেমন উৎপাদিত পণ্যের ন্যায্যমূল্য পাবে তেমনি ভোক্তাগণও ন্যায্যমূল্যে পণ্য কিনতে পারবে।

'এশিয়ান খাদ্য সিস্টেমে কোভিড-১৯ এর প্রভাব এবং কৃষির রূপান্তর' শীর্ষক মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন এফএও'র সিনিয়র অর্থনীতিবিদ ড. ডেভিড ডো। করোনাকালে এশিয়ার দেশগুলোর জিডিপির প্রবৃদ্ধির তুলনামূলক চিত্রে দেখা যায়, সেপ্টেম্বর ২০২০ পর্যন্ত প্রজেকশন অনুযায়ী দক্ষিণ এশিয়া, ইস্ট এশিয়া ও সাউথইস্ট এশিয়ার দেশগুলোর মধ্যে জিডিপির প্রবৃদ্ধিতে (৫%) বাংলাদেশ শীর্ষে রয়েছে। যেখানে ভারত, মালদ্বীপ, শ্রীলঙ্কাসহ অনেক দেশের জিডিপির প্রবৃদ্ধি নিম্নমুখী। করোনাকালে বিশ্ব খাদ্য মার্কেটে খাদ্যের সরবরাহ ভাল ছিল বলেও তিনি তুলে ধরেন। এছাড়া, আশা করা হচ্ছে চাল, গমসহ সিরিয়াল বা খাদ্যশস্যের সর্বকালের রেকর্ড উৎপাদন হবে এবছর। অভ্যন্তরীণ বাজারে খাদ্যের দাম এখন পর্যন্ত স্থিতিশীল আছে বলেও প্রবন্ধে বলা হয়। করোনাকালেও বাংলাদেশে খাদ্যের দাম এখন পর্যন্ত স্থিতিশীল আছে যেখানে পাকিস্তানে ৬%, ভিয়েতনাম, সিঙ্গাপুর ও থাইল্যান্ডে খাদ্যের দাম ৩-৪% বেড়েছে।

কৃষিসচিব জনাব মো: মেসবাহুল ইসলামের সভাপতিত্বে সাবেক কৃষিসচিব জনাব মোঃ নাসিরুজ্জামান, খাদ্যসচিব ড. মোছাম্মৎ নাজমানারা খানুম, বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের ইমেরিটাস অধ্যাপক ড. আব্দুস সাত্তার মন্ডল, আন্তর্জাতিক ধান গবেষণা ইনস্টিটিউটের মহাপরিচালক ম্যাথিউ মোরেল, খাদ্য ও কৃষি সংস্থার (এফএও) বাংলাদেশ প্রতিনিধি রবার্ট ডি. সিম্পসন, বিশ্ব খাদ্য কর্মসূচির কান্ট্রি প্রতিনিধি রিচার্ড রাগান, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা কাউন্সিলের নির্বাহী চেয়ারম্যান ড. শেখ মো: বখতিয়ার, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের মহাপরিচালক ড. মো: আবদুল মুঈদ প্রমুখ বক্তব্য রাখেন।

প্রেস রিলিজ, কৃষি মন্ত্রণালয়

দেশে আর কেউ না খেয়ে থাকবে না

প্রথম পাতার পর

তখনই আমরা খাদ্য উৎপাদনে সর্বাধিক গুরুত্বারোপ করে খাদ্য উৎপাদন বৃদ্ধির মাধ্যমে খাদ্য নিশ্চয়তা বিধানের উদ্যোগ নিয়েছি। বাংলাদেশের মানুষ যেন কোন কষ্ট ভোগ না করে সে জন্য প্রণোদনার প্যাকেজ অনুযায়ী কৃষকদেরকেই সব থেকে বেশি সুবিধা প্রদান করা হয়েছে। যাতে তারা তাদের কৃষি কাজগুলো ভালভাবে চালাতে পারে।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী বলেন, 'আমরা ইতোমধ্যেই দেশের দরিদ্র জনগণ যারা করোনার জন্য কোন কাজ করতে পারেনি তাদের জন্য ২ হাজার ৫০৩ কোটি টাকা বরাদ্দ দিয়ে বিনামূল্যে খাদ্য বিতরণ করে যাচ্ছি। যারা হাত পেতে টাকা নেবে না, কিনে খেতে চায় অথচ বেশি টাকাও নেই তাদের জন্য আমরা ১০ টাকা কেজি দরে চাল সরবরাহের ব্যবস্থা হিসেবে ২৫১ কোটি টাকা খরচ করেছি।' তিনি বলেন, আমরা কৃষকদের উৎপাদিত পণ্য যাতে বাজারজাত করতে পারে সে জন্য ৮৬০ কোটি টাকার সহায়তা দিচ্ছি। পাশাপাশি, সরকারের পক্ষ থেকে কৃষকদের উৎপাদিত ধান-চাল ক্রয় করেও আমরা তাদের সমর্থন দিয়ে যাচ্ছি। কৃষির যান্ত্রিকীকরণের ওপর গুরুত্ব প্রদান করে মাননীয় কৃষিমন্ত্রী বলেন, কৃষির যান্ত্রিকীকরণে ৩ হাজার ২২০ কোটি টাকা বরাদ্দ রেখেছি যাতে তারা অল্পমূল্যে কৃষি যান্ত্রিকীকরণ করতে পারে। বাকি অর্থ সরকারের পক্ষ থেকেই দেয়া হচ্ছে। তাছাড়াও, কৃষি সহায়তা হিসেবে আমরা ৯ হাজার ৫০০ কোটি টাকার বিশেষ বরাদ্দ রেখেছি। তিনি বলেন, 'আমরা চাই এক ইঞ্চি জমিও কেউ ফেলে না রেখে বৃক্ষ, ফলমূল, তরিতরকারি যা কিছুই হোক না কেন যেন উৎপাদন করেন।'

করোনাকালীন কৃষিতে প্রণোদনা বিতরণ উল্লেখ করে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী বলেন, জিডিপির প্রায় ৪ শতাংশ প্রণোদনা প্রদান করছে এবং কৃষির জন্যই ৫ হাজার কোটি টাকার প্রণোদনা দিয়ে যাচ্ছে। করোনাকালে আওয়ামী লীগের বিভিন্ন পর্যায়ের নেতাকর্মীদের মাঠে গিয়ে কৃষকের ধানকেটে গোলায় দিয়ে এসে সহায়তার জন্য তিনি ধন্যবাদ জানান। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী বলেন, আমরা ১ লাখ ১২ হাজার ৬৩৩ কোটি টাকার প্রণোদনা দিয়ে করোনার মাঝেও অর্থনীতির চাকা যাতে সচল থাকে সেই ব্যবস্থা করেছি।

জাতির পিতা ১৯৭২ সালের ১০ জানুয়ারি পাকিস্তানের কারাগার থেকে মুক্ত হয়ে দেশে ফিরে এসে ঐতিহাসিক রেসকোর্সের ময়দানে যে ভাষণ দেন তার অংশ বিশেষ উদ্ধৃত করেন। জাতির পিতা বলেছিলেন, 'আমার জীবনের একমাত্র কামনা বাংলাদেশের মানুষ যেন খাদ্য পায়, আশ্রয় পায়, উন্নত জীবনের অধিকারী হয়।'

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী বলেন, জাতির পিতা এই লক্ষ্য নিয়েই যুদ্ধবিধ্বস্ত বাংলাদেশ গড়ে তোলার উদ্যোগ গ্রহণ করেছিলেন। জাতির পিতা বলেন-'দেশে কৃষি বিপ্লব সাধনের জন্য প্রতিটি কৃষককেই কাজ করে যেতে হবে। বাংলাদেশে এক ইঞ্চি জমিও অনাবাদি রাখা যাবে না।' জাতির পিতার পদাংক অনুসরণ করেই এই ছোট্ট ভূখণ্ডের অধিক জনসংখ্যার দেশে তাঁর সরকারও জনগণের খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করার জন্যই কাজ করে যাচ্ছে, বলেন প্রধানমন্ত্রী। তিনি এ সময় তাঁর সরকারের খাদ্য উৎপাদনের সাফল্যের পেছনে প্রতিশ্রুতি সহযোগিতার জন্য বিশ্ব খাদ্য সংস্থাকে ধন্যবাদ জানান।

তাঁর সরকারের ২ কোটি ১০ লাখ কৃষি উপকরণ কার্ড বিতরণ, কৃষিভাতা, কৃষকবন্ধু সেবা '৩৩৩১', কৃষি জানালা বা কৃষি কল সেন্টার '১৬১২৩' চালু, ১০ টাকায় ব্যাংক অ্যাকাউন্ট খোলার সুযোগ, জাতীয় কৃষি সম্প্রসারণ নীতি ২০২০ প্রণয়ন, নিরাপদ খাদ্য আইন-২০১৩ প্রণয়নসহ খাদ্যের সঙ্গে জনগণের পুষ্টি নিরাপত্তা বিধানেও বিভিন্ন পদক্ষেপের উল্লেখ করেন প্রধানমন্ত্রী।

গবেষণার মাধ্যমে উৎপাদিত পণ্যের গুণগত মান উন্নয়ন এবং সারসহ বিভিন্ন কৃষি উপকরণের মূল্য কৃষকদের নাগালের মধ্যে রেখে তা সাধারণের ক্রয়ক্ষমতার মধ্যে রাখতে সরকারের বিভিন্ন উদ্যোগও তুলে ধরেন তিনি। তিনি বলেন, বিশ্ব খাদ্য সংস্থা (এফএও) প্রতি বছর এই দিবসটি উদযাপন করে থাকলেও সংস্থাটির ৭৫ বছর পূর্তি উপলক্ষ্যে আজকের দিনটি খুবই তাৎপর্যপূর্ণ। বিশ্ব খাদ্য দিবসে তিনি তাদের অভিনন্দন জানান। বিশ্ব খাদ্য কর্মসূচি (ডব্লিউএফপি) সম্প্রতি নোবেল শান্তি পুরস্কারে ভূষিত হওয়ায় সংস্থাটিকেও প্রধানমন্ত্রী আন্তরিক অভিনন্দন জানান।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী গণভবন থেকে মূল অনুষ্ঠানস্থল প্যানপ্যাসিফিক সোনারগাঁও হোটেলের সঙ্গে ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে যুক্ত হন। মাননীয় কৃষিমন্ত্রী ড. মোঃ আব্দুর রাজ্জাক অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন। খাদ্যমন্ত্রী সাধন চন্দ্র মজুমদার, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রী শ ম রেজাউল করিম, কৃষি মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটির সভাপতি মতিয়া চৌধুরী অনুষ্ঠানে বক্তৃতা করেন। অনুষ্ঠানে বিশ্ব খাদ্য সংস্থার (এফএও) মহাপরিচালক কিউ ডংইউর পূর্বে ধারণকৃত একটি ভাষণ প্রচার করা হয়। কৃষি মন্ত্রণালয়ের সচিব জনাব মোঃ মেসবাহুল ইসলাম অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য রাখেন। অনুষ্ঠানে বাংলাদেশের কৃষিক্ষেত্রের সাফল্যের ওপর একটি ভিডিও চিত্রও প্রদর্শিত হয়। *তথ্য সূত্র: বাসস*

মৌলভীবাজার কাওয়াদিঘি হাওড়ে নতুন এলাকায় রোপা আমন ধান চাষ

আসাদুল্লাহ, এআইসিও, সিলেট

মনু প্রকল্পের আওতাধীন কাশিমপুর পাম্প হাউজ সচল থাকায় বিশ বছর পর এবার এক হাজার হেক্টর বেশি আবাদ হয়েছে রোপা আমন। তাই হাওড়পাড়ের কৃষকরা মহাখুশি। এ মৌসুমে যদি আর কেনো দুর্যোগ না আসে তবে আমাদের গোলায় বেশি ধান উঠবে। কৃষি বিভাগ ও পানি উন্নয়ন বোর্ড জানায়, মৌলভীবাজার সদর ও রাজনগর উপজেলায় হাওড় কাওয়াদিঘির অবস্থান। মনুনদী প্রকল্পভুক্ত এ হাওর কাওয়াদিঘির অবস্থান। মনুনদী প্রকল্পভুক্ত এ হাওড় অঞ্চলের ফসলি জমি থেকে অধিক ফসল উৎপাদনের লক্ষ্যেই ১৯৮৩ সালে কাশিমপুর পাম্প হাউজ নির্মাণ করা হয়। এতে হাওরের জলাবদ্ধতা নিরসনের জন্য আটটি আধুনিক পাম্প স্থাপন করা হয়। এ পাম্পগুলোর কার্যকারিতা হারিয়ে যান্ত্রিক ত্রুটি দেখা দেয়। এতে হাওরের পানি নিষ্কাশন ব্যাহত হয়ে পড়ে। যার ফলে মৌলভীবাজার সদর ও রাজনগর উপজেলার ২৪ হাজার হেক্টর ফসলি জমির মধ্যে প্রায় ১৪ হাজার হেক্টর স্থায়ী জলাবদ্ধতা রূপ নেয়। স্থানীয় একাধিক কৃষক জানিয়েছেন, একটানা দশ বছরের মতো স্থায়ী জলাবদ্ধতায় এখানে কোন রকম ফসল আবাদ করতে পারেননি। এমনকি এ এলাকায় বিগত বিশ থেকে পঁচিশ বছর ধরে অনেক জমি পানিতে নিমজ্জিত ছিলো। কয়েক বছর আগে কাশিমপুর পাম্প হাউজ নতুনভাবে পুনঃস্থাপনের ফলে হাওড় কাওয়াদিঘি মনুনদী প্রকল্পভুক্ত এলাকার ফসলি জমিতে জলাবদ্ধতা নিরসন হয়েছে। এতে কৃষকরা সঠিক সময়ে বোরো আউশ ও আমন চাষাবাদ করতে পারছেন। এসব জমিতে দীর্ঘ বিশ বছর পর আমন আবাদ করেছেন। রসুলপুর গ্রামের কৃষক মুহিবুর রহমান জানান, পানি সরে যাওয়াতে তিনি দীর্ঘ বিশ বছর পর এবার তার পনের বিঘা জমিতে আমন ধান রোপণ করেছেন। তিনি জানান, তার এলাকায় এক সময় কৃষকরা নিয়মিত আমনক্ষেত করে ১০০ থেকে দেড়শ' মণ ধান ঘরে উঠাতে পারতেন। আর বড় পর্যায়ে গৃহস্থরা বিশ থেকে পঁচিশ মণ ধান উৎপাদন করতেন। এ বছর পানি নামাতে সবাই মহাখুশিতে আমন চাষ করছেন।

এরপর পৃষ্ঠা ২ কলাম ৩

সম্প্রসারণ বার্তা

৪৪তম বর্ষ ❑ ৬ষ্ঠ সংখ্যা
❑ আশ্বিন-১৪২৭ বঙ্গাব্দ; সেপ্টেম্বর-অক্টোবর ২০২০ খ্রিস্টাব্দ

তুলা উৎপাদনে সরকার অত্যন্ত গুরুত্ব দিচ্ছে–মাননীয় কৃষিমন্ত্রী

তুলা ভবন এর ভিত্তি প্রস্তরের ফলক উন্মোচন অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মাননীয় কৃষিমন্ত্রী ড. মোঃ আব্দুর রাজ্জাক এমপি

মাননীয় কৃষিমন্ত্রী ড. মোঃ আব্দুর রাজ্জাক এমপি বলেছেন, সারা বিশ্বেই তুলা একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ অর্থকরী ফসল। বাংলাদেশে প্রতি বছর প্রায় ৮০-৮৬ লাখ বেল তুলা আমদানি করতে হয়। সেখানে দেশে তুলার উৎপাদন মাত্র ২ লাখ বেলের মতো। আগে ১ লাখ বেলের নিচে উৎপাদন হতো। সম্প্রতি তুলা উন্নয়ন বোর্ডের হাইব্রিড উন্নত জাতের তুলা উদ্ভাবন ও চাষের ফলে তুলা উৎপাদন দিন দিন বাড়ছে।

মাননীয় কৃষিমন্ত্রী ১৯ সেপ্টেম্বর ২০২০ শনিবার রাজধানীর খামারবাড়ি সড়কে তুলা উন্নয়ন বোর্ড ভবন 'তুলা ভবন' এর ভিত্তি এরপর পৃষ্ঠা ৬ কলাম ১

জনাব মোঃ মেসবাহুল ইসলাম মহোদয়ের কৃষি সচিব হিসেবে যোগদান

জনাব মোঃ মেসবাহুল ইসলাম, ১৫ অক্টোবর ২০২০ তারিখে সচিব হিসেবে কৃষি মন্ত্রণালয়ে যোগদান করেছেন। এর আগে তিনি পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের সচিব হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। সচিব মহোদয় দিনাজপুর জেলার বিরল উপজেলার ভাবকি গ্রামের এক সম্ভ্রান্ত মুসলিম পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি কৃষি অর্থনীতিতে বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় হতে স্নাতক (সম্মান) এবং একই বিষয়ে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, গাজীপুর হতে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি লাভ করেন। সম্মানিত কৃষি সচিব মহোদয় ১৯৮৫ সালের বিসিএস পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে প্রশাসন ক্যাডারে নিয়োগপ্রাপ্ত হয়ে সুদীর্ঘ চাকুরি জীবনে অনেক গুরুত্বপূর্ণ পদে দায়িত্ব পালন করে কৃতিত্বের স্বাক্ষর রেখেছেন।

ধানের উৎপাদন বাড়াতে দরকার জাতের পরিবর্তন- কৃষি সচিব

কর্মশালায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন সম্মানিত কৃষি সচিব জনাব মোঃ নাসিরুজ্জামান

নাহিদ বিন রফিক, কৃতসা, বরিশাল

ধানের উৎপাদন বাড়াতে দরকার জাতের পরিবর্তন। পুরোনোগুলো বাদ দিয়ে অধিক উৎপাদনশীল জাত ব্যবহার করতে হবে। তাহলেই আশানুরূপ ফলন পাওয়া সম্ভব। খাদ্য ও কৃষি সংস্থা করোনা পরবর্তী পৃথিবীতে খাদ্যাভাবের আশঙ্কা করেছে। তবে বাংলাদেশে খাবারের কোনো অভাব হবে না ইনশা-আল্লাহ। ইতোমধ্যে আউশে বাম্পার ফলন হয়েছে। বন্যায় আমনের কিছুটা ক্ষতি হলেও সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনা ও বোরোতে হাইব্রিড বীজের ব্যবহার

এরপর পৃষ্ঠা ৫ কলাম ৩

করোনা পরিস্থিতিতে স্বাস্থ্যবিধি মেনে কৃষকের পাশে থেকে কৃষির উন্নয়ন ঘটাতে হবে –মহাপরিচালক, ডিএই

অনুষ্ঠানে বক্তব্যরত প্রধান অতিথি কৃষিবিদ ড. আবদুল মুঈদ, মহাপরিচালক, ডিএই

মোঃ আব্দুর রহমান, এআইসিও কৃতসা, খুলনা

করোনা পরিস্থিতিতে স্বাস্থ্যবিধি মেনে কৃষকের পাশে থেকে কৃষির উন্নয়ন ঘটাতে হবে। আধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহার করে কৃষি জমির সর্বোচ্চ ব্যবহারের মাধ্যমে শস্যের নিবিড়তা বাড়াতে হবে। কৃষির সকল চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা করে উৎপাদন অব্যাহত রাখতে হবে। কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের মহাপরিচালক কৃষিবিদ ড. আবদুল মুঈদ ১৯ সেপ্টেম্বর ২০২০ সকালে খুলনার গল্লামারীস্থ মৎস্য বীজ উৎপাদন খামারে গোপালগঞ্জ, খুলনা, বাগেরহাট, সাতক্ষীরা ও পিরোজপুর কৃষি উন্নয়ন প্রকল্প আয়োজিত 'অগ্রগতি, পর্যালোচনা ও পরিকল্পনা' শীর্ষক আঞ্চলিক কর্মশালায় প্রধান অতিথির বক্তব্যে এসব কথা বলেন। তিনি আরও বলেন, কৃষি এখন আর নীরব বিপ্লব নয়, এরপর পৃষ্ঠা ৬ কলাম ১

সম্পাদক : কৃষিবিদ ফেরদৌসী বেগম
কৃষি তথ্য সার্ভিসের অফসেট প্রেসে মুদ্রিত ও প্রেস ম্যানেজার (অ.দা.) শিল্পী মেজবাহ উদ্দিন আহমেদ কর্তৃক প্রকাশিত, গ্রাফিক ডিজাইন : মনোয়ারা খাতুন
ফোন : ০২৫৫০২৮৪০৪, ফ্যাক্স : ৯১১৬৭৬৮ ইমেইল : dirais@ais.gov.bd, editor@ais.gov.bd ওয়েবসাইট : www.ais.gov.bd